ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ৫ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
স্থান : সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম
তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪
সময় : সকাল ১১:০০টা
উপস্থিতি বিবরণী : পরিশিষ্ট-ক

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর সভায় উপস্থিত সকলকে শারদীয়, ঈদ ও বৌদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে নির্ধারিত সময়ে সভা করতে না পারায় আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন। স্বাগত বক্তব্য শেষে কার্যবিবরণী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য-সচিবকে অনুরোধ জানানো হয়।

১। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম পূর্ববর্তী সভার ১ নম্বর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা(সন্তু লারমা) উপস্থাপিত কার্যবিবরণীর ৬(খ) এবং ৬(গ) এর বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। বিশেষত অ-উপজাতীয় শরণার্থী বলতে কাদের-কে বুঝায় তা স্পষ্ট নয় এবং ভিন্ন কমসূচি বিষয়টা ও স্পষ্ট নয়। সকল সদস্যের ঐকমত্যের ভিত্তিতে উক্ত কার্যবিবরণীর ৬(খ) এবং ৬(গ) এর উল্লিখিত "অ-উপজাতীয় শরণার্থীদের পুনর্বাসন" সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়। তিনি(ঘ) অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে দু'টি বাক্যের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরিষ্কার করার জন্য বলেন। অর্থাৎ ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন করতে হবে। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের শূন্যপদসমূহ পূরণ করতে হবে।

২। <u>অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনাঃ</u>
অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা ও মতামতের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি জানান যে, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত তালিকায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। এ পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে টাস্কফোর্সের ২৭ জুন ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত রয়েছে মর্মে জানানো হয়। এ বিষয়ে জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা জানান, অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের তথ্য সংগ্রহের নির্ধারিত ফরম/ছক রয়েছে। সে মোতাবেক অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা টাস্কফোর্স বরাবর সরবরাহ করা হলে পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হবে।

সিদ্ধান্তঃ সভাপতি, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবে।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স ও সভাপতি, প্রত্যাগত শরণার্থী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৩। <u>স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্তঃ</u>
টাস্কফোর্সের কার্যপরিধির আওতায় প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে যারা পার্বত্য চুক্তির আওতাভুক্ত, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তারাই বিবেচনার যোগ্য হবেন। পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে প্রত্যাগত শরণার্থীদের মানবিক বিবেচনায় তাদেরকে অন্য কোনভাবে পুনর্বাসিত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বেগম সালমা আখতার জানান, ০৯.০৯.২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শরণার্থীদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করে তা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে জানাতে বলা হয়েছে। টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান বিষয়টি অবগত মর্মে জানান। তালিকা পাওয়ার পর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

বাস্তবায়নঃ সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, টাস্কফোর্স।

৪। <u>জনবল নিয়োগঃ</u>
সভাপতি টাস্কফোর্সের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত জনবল নিয়োগের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে সরকার টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান কার্যালয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে এবং কিছু নিয়োগ এখনো বাকি আছে।

এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বেগম সালমা আখতার জানান, লোক নিয়োগের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা না হলে লোক নিয়োগ করা যাবে না। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রে আউট সোর্সিং এ নিয়োগ দিয়ে কাজ শুরু করা যায়, এ ক্ষেত্রে আউট সোর্সিং এর নীতিমালা তিন পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য নয়/ শর্ত শিথিল করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরীন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা(সন্তু লারমা) বলেন, লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রক্রিয়া কাম্য নয়। যত দ্রুত নিয়োগ হবে টাস্কফোর্সের কার্যক্রম তত দ্রুত হবে। খসড়া নীতিমালার মাধ্যমে বছরভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করতে হবে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়সমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ই সিদ্ধান্ত নিতে পারে মর্মে জানান।

সিদ্ধান্তঃ অস্থায়ীভাবে(বছর ভিত্তিক) লোক নিয়োগ করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং দ্রুত নিয়োগ বিধিমালার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নঃ সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স ।

৫। ঋণ মওকুফ সংক্রান্তঃ

২০ দফা প্যাকেজের ধারা ৮ অনুযায়ী অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি ব্যাংক, ধারা ৯ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ এর বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সাধারণ সম্পাদক, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যান সমিতি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এ বিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। গৃহীত ঋণ মওকুফ এর বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি মর্মে জানান। কাজটি ১৯৯৪ হতে শুরু হয়েছে। এখনো কার্যকর অগ্রগতি হয়নি। যারা জমি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করেছেন তাঁদের টাকা ফেরত প্রদানের দাবি করেন।

সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স ও বিভাগীয় কমিশনার, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ জানান, ব্যাংকে ঋণ পরিশোধ করা হলে তা ফেরত পাওয়া যাবে না। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি কর্তৃক উপজাতীয় শরণার্থী ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ঋণ, সুদের পরিমাণ, ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ ও নিট পাওনা এ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য জেলায় অবস্থিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাংকসমূহকে পুনরায় তাগিদ দিতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ ঋণ মওকুফ বিষয়ে টাস্কফোর্স ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কতজন ঋণ নিয়েছে, কতজন পরিশোধ করেছে, কতজনের মওকুফ করা হয়েছে এ সংক্রান্ত তথ্য সভাপতি, প্রত্যাগত শরণার্থী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ও জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা টাস্কফোর্সকে প্রদান করবে।

বাস্তবায়নঃ ১। চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স ২। জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি ৩।সভাপতি, প্রত্যাগত শরণার্থী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।

৬। ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্তঃ

২০ দফা প্যাকেজের ধারা-১৮ অনুযায়ী পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্বের সকল ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে মামলা প্রত্যাহার বিষয়ে আলোচনা হরা হয়। প্রধান নির্বাহী, টাস্কফোর্স জানান এ বিষয়ে তিন পার্বত্য জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটত্রয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সভাপতি জানান যাদের মামলা প্রত্যাহার করতে হবে তাদের তালিকা টাস্কফোর্সকে দেয়া হয়নি। মামলার তালিকা টাস্কফোর্সকে দিতে হবে।

সদস্য সচিব ও বিভাগীয় কমিশনার, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ জানান, জেলায় মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কমিটি মামলা প্রত্যাহারের তালিকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুপারিশ আকারে টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবে। সে তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটত্রয় সুপারিশ আকারে মামলা প্রত্যাহারের তালিকা টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবে। চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স প্রেরিত তালিকা অনুযায়ী মামলা প্রত্যাহারের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি

৭। টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্তঃ

আগামী জানুয়ারির ১ম/ ২য় সপ্তাহে টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নঃ চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স

৮। বিবিধঃ

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যান সমিতি, খাগড়াছড়ি বলেন, ২০ দফার ১ম দফা অনুযায়ী শরণার্থীদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দেয়া হবে বিষয়টি উল্লেখ ছিল। যা আজো দেয়া হয়নি। পুলিশ

বাহিনীকে জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। বিজিবি ক্যাম্পের কারণে অনেকে উচ্ছেদ ও নির্যাতিত হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। বাবুছড়ায় প্রস্তাবিত বিজিবি ক্যাম্প দীঘিনালাস্থ আলী নগরে স্থানান্তরের দাবি জানান।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি, শ্রী জ্যোতিরীন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা(সন্তু লারমা) বলেন, বিজিবি ক্যাম্পের জন্য ২৯ একর জায়গার প্রয়োজন নেই। জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এতবড় জায়গায় ক্যাম্প করার আবশ্যকতা নেই। যেহেতু ক্যাম্প নিয়ে বিতর্ক চলমান, তা অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে ভাল হয়। তাছাড়া পার্বত্য চুক্তির পরে জেলা প্রশাসক কাউকে জমি বরাদ্দ দিতে পারে না। এ বিষয়ে টাস্কফোর্সের কোন করণীয় আছে কিনা তা জানতে চান।

জি এস এ-২(আই), খাগড়াছড়ি রিজিয়ন, মেজর মোহাম্মদ মঈনুল হক জানান, ক্যাম্প হলে সবার জন্য ভাল হবে। কারো নিরাপত্তাহীনতার কারণ নেই। কিছু লোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ বিষয়ে বিরোধিতা করছে। তাছাড়া লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য যোগাযোগের ভাল জায়গায় ক্যাম্প থাকতে হয়।

সদস্য সচিব ও বিভাগীয় কমিশনার, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সভাকে জানান সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য আর্মি ক্যাম্পের জায়গায় বিজিবি ক্যাম্প হবে। ২৯ একর জায়গা আর্মির ছিল, যা এখন বিজিবির হবে। যেহেতু জেলা একুইজিশন কমিটি প্রস্তাবিত জায়গা নির্ধারণ করেছে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে সেহেতু এ বিষয়ে টাস্কফোর্সের করণীয় কিছু নেই।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান(প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
ফোনঃ ০৩৭১-৬১৭৫৯(অ), ০৩৭১-৬২৪২৪(বা)
E-mail: taskforce cht97@yahoo.comJtripura.cht@gmail.com

স্মারক নম্বর- ০০.৪২.০২৯.০৩১.১২.০০২.১৩-৭৫(১৫) তারিখঃ ২৮ অক্টোবর ২০১৪

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ
(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম
৫-৭। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা
৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি
৯-১১। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
১২। সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা
১৩। জনাব .....
সদস্য/প্রতিনিধি, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
১৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা
১৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

২৮.১০.২০১৪

(মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্)
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য সচিব
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স
☎০৩১ ৬১৫২৪৭, 🖷০৩১ ৬১৭৪০০
Email: divcomchittagong@mopa.gov.bd